ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৮৫৫

আগরতলা, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

৩৮তম আগরতলা বইমেলার থিম ঃ আমার ত্রিপুরা আমার সংস্কৃতি
সময়ের সাথে সাথে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বৃহৎ পরিসরে উত্তরণ ঘটেছে বইমেলার ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ৩৮তম আগরতলা বইমেলা। হাঁপানিয়াস্থিত আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে এবছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে বইমেলা। চলবে ১২ দিন ধরে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বইমেলার উদ্বোধন করবেন। বইমেলা উপলক্ষে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ মহাকরণে আয়োজিত এক সাংবাাদিক সম্মেলনে জানান, ঐতিহ্যের আগরতলা বইমেলা শুরু থেকে ৩৭তম পর্যন্ত কখনো রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ কখনো বা শিশু উদ্যান এবং উমাকান্ত একাডেমিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে এবছর মেলার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে। এতে অনেক সুবিধাও হয়েছে। মন্ত্রী শ্রীনাথ বলেন, সময়ের সাথে সাথে ক্ষুদ্র পরিসর থেকে আরও বৃহৎ পরিসরে উত্তরণ ঘটেছে বইমেলার। বৃদ্ধি পেয়েছে মেলার পরিধিও। সেদিকে বিবেচনা করেই এইবারের বইমেলার স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। আগে বইমেলা উপলক্ষে যে অস্থায়ী স্টল নির্মাণ করতে হত, তা করতে হচ্ছেনা। পুস্তক বিক্রেতারা স্থায়ী স্টলের সুবিধাও নিতে পারবেন। তাছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে রয়েছে সুদৃশ্য মুক্তমঞ্চ যেখানে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বইমেলায় যাতায়াতের সুবিধার জন্য আগরতলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিনামূল্যে বাস পরিষেবা দেওয়া হবে। মোট ১০টি বাস বইমেলার প্রতিদিনই চলবে। এরমধ্যে আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন থেকে ৫টি বাস, চন্দ্রপুর আই এস বি টি থেকে ৩টি এবং রাধানগর থেকে ২টি বাস চলাচল করবে। দুপুর ১টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা এবং ছুটির দিনে দুপুর ১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বাস পরিষেবা দেওয়া হবে। তবে এই বাস পরিষেবা শুধুমাত্র বইমেলায় যাতায়াতের জন্য। বিনামূল্যে এই বাস পরিষেবাকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য কিছু পদ্ধতিও অবলম্বন করা হয়েছে। আগরতলা থেকে বইমেলায় যাওয়ার জন্য যারা এই বাসে উঠবেন শুধুমাত্র মেলা প্রাঙ্গণেই তাদের নামতে হবে। রাস্তার মধ্যেও বাস থামবে, তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাসে উঠা যাবে। আবার বইমেলা থেকে ফিরে আসার সময় যাত্রীরা তাদের সুবিধামত স্থানে নামতে পারবেন।

মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, এবছরের বইমেলার থিম আমার ত্রিপুরা আমার সংস্কৃতি। ত্রিপুরার বর্ণময় মিশ্র সংস্কৃতিকে বইমেলার মাধ্যমে তুলে ধরার জন্যই এই থিম বেছে নেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এবছরের বইমেলায় মোট ১২৯টি স্টল খোলা হবে। এরমধ্যে ত্রিপুরার ৭৫টি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের ৩৯টি, আসামের ৬টি, দিল্লির ৬টি, বাংলাদেশের ১টি এবং এই বারই প্রথম এলাহাবাদ ও দমন দিউ থেকেও স্টল খোলা হচ্ছে। মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান, এই প্রথম বইমেলায় রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে প্রায় ৩০০০ শিল্পী বইমেলা চলাকালীন মুক্তমঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এছাড়াও বাংলাদেশ থেকেও একটি সাংস্কৃতিক দল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। এবছরের বইমেলায় এছাড়াও অনুষ্ঠিত হবে সেমিনার, কবি সম্মেলন। ৫ দিনব্যাপী কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্যের ৭০০ জন বিভিন্ন ভাষাভাষির কবি কবিসম্মেলনে অংশ নেবেন। বইমেলা উপলক্ষে অন্যান্যবারের মত এবছরও বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

***২য় পাতায়

এবছর প্রথম দেওয়া হচ্ছে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দেববর্মণ পুরস্কার। কারিগরি ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হবে। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লক্ষ টাকা। এছাড়া সাহিত্য ক্ষেত্রে লাইফটাইম এচিভমেন্টের জন্য দেওয়া হবে অটল বিহারী বাজপেয়ী পুরস্কার। সামাজিক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জাতীয় সংহতি পুরস্কার দেওয়া হবে। এই দুটি পুরস্কারের অর্থমূল্যও ১ লক্ষ টাকা করে। এছাড়াও দেওয়া হবে ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কার, সলিলকৃষ্ণ স্মৃতি পুরস্কার, শচীন দেববর্মণ স্মৃতি পুরস্কার, কালী কিংকর দেববর্মা স্মৃতি পুরস্কার, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি পুরস্কার, লালন পুরস্কার, ত্রিপুরেশ মজুমদার স্মৃতি পুরস্কার, বাংলা ও ককবরকে শ্রেষ্ঠ প্রকাশনা পুরস্কার। এই পুরস্কারগুলির অর্থমূল্য ২১ হাজার টাকা করে। এবছরের বইমেলা সফল করে তোলার লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মন্ত্রী শ্রীনাথ জানান। সংবাদ মাধ্যমে বিজ্ঞাপন ছাড়াও সামাজিক মাধ্যমেও প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা, রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, বিধায়ক মিমি মজুমদার এবং রাজা রামমোহনরায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান কাঞ্চন গুপ্তা। বইমেলায় শিশু কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী সহ সকল অংশের জনগণকে উপস্থিত থাকার জন্য শিক্ষামন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব শৈলেন্দ্র সিং ও অধিকর্তা রতন বিশ্বাস উপস্থিত ছিলেন।

******